রবীন্দ্রনাথের
'সাহিত্যের পথে' : সাহিত্যতত্ত্বের দর্পণ

ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়

নিউ বইপত্র
৭৭, মহাত্মা গান্ধি রোড,
কলকাতা - ৭০০০০৯

সূচিপত্র

বিষয়সূচি পৃষ্ঠা

১. উপক্রমণিকা ৯—৩৩

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্ব

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যচিন্তা ও অন্যান্য

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সম্পর্কিত আলোচনা

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকেন্দ্রিক ত্রয়ী-গ্রন্থের বিষয়

২. সাহিত্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নানামাত্রিক ভাবনা ৩৪—৩৯

সাহিত্যের লক্ষণ—স্বরূপ—সংজ্ঞা

সাহিত্যে সত্য—সুন্দর—শিব

সাহিত্য সৃষ্টিতে প্রেরণা

সাহিত্যের উপাদান : ভাব ও রূপ

সাহিত্যের আনন্দ

সাহিত্যের লক্ষ্য

৩. পাঠ পরিক্রমায় 'সাহিত্যের পথে'র একাদশ প্রবন্ধ ৪০—৯৬

১. 'সাহিত্যের পথে'—গ্রন্থের ভূমিকারূপে কবি অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীকে লেখা চিঠিটির গুরুত্ব।

২. রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে সাহিত্যে বাস্তবতা।

৩. 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থ অবলম্বনে প্রকাশতত্ত্ব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অভিমত।

৪. লীলাতত্ত্ব।

৫. 'আধুনিক কাব্য' প্রবন্ধ অবলম্বনে কাব্যের আধুনিকতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য ও সিদ্ধান্ত।

৬. "বিজ্ঞান পদার্থটা ব্যক্তিস্বভাব বর্জিত ... সাহিত্যের বিশেষত্বই হচ্ছে তার পক্ষপাত ধর্ম, সাহিত্যের বাণী স্বয়ম্বর।"

৭. 'সাহিত্য বিচার' প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মতামত।

৮. রবীন্দ্রনাথের অনুভবে সাহিত্যতত্ত্বের স্বরূপ।

৯. ট্র্যাজেডি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধারণা।

১০. 'তথ্য ও সত্য' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধারণা।

১১. "সরস্বতী কি বস্তুপিণ্ডের উপরে তাঁহার আসন রাখিয়াছেন, না পদ্মের উপরে"?

১২. "কোনো দেশেই সাহিত্য ইস্কুল-মাস্টারির ভার লয় নাই।"

১৩. "আনন্দকে দেখাই সম্পূর্ণকে দেখা। একথাই আমাদের দেশের সবচেয়ে বড়ো দেখা ... আনন্দের দিকেই সমস্ত চলে।"

১৪. শিল্পের আনন্দ সৃষ্টি।

১৫. সাহিত্যের উদ্দেশ্য।

১৬. শিল্প ও সাহিত্যের ব্যঞ্জনাগত তাৎপর্য।

১৭. "কলাসৃষ্টিতে রসসত্যকে প্রকাশ করবার সমস্যা হচ্ছে— রূপের দ্বারাই অপরূপকে প্রকাশ করা, অরূপের দ্বারা রূপকে আচ্ছন্ন করে দেখা।"

১৮. "রূপকার বাস্তবকে আমার অতিকাছে এনে দেন, রিয়ালিটির চেতনা আমার মধ্যে উজ্জ্বল করে তোলেন।"

১৯. "নিজের পূর্ণ প্রকাশেই আনন্দ।"

২০. "সাহিত্যতত্ত্বকে অলংকার শাস্ত্র কেন বলা হয়। সেই ভাব, সেই ভাবনা, সেই আবির্ভাব, যাকে প্রকাশ করতে গেলেই, অলংকার আপনি আসে, তর্কে যার প্রকাশ নেই, সেই হল সাহিত্যের।"

২১. "অলংকৃত বাক্যই হচ্ছে রসাত্মক বাক্য।"

২২. রবীন্দ্রনাথের মতানুযায়ী, সাহিত্যবিচারে সাহিত্য সমালোচকের ভূমিকা।

২৩. সাহিত্যবিচারে বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অভিমত।

২৪. (ক) "আধুনিক সাহিত্যে সেইরকম শিশিতে সাজানো বাঁধি বুলি আছে—অপটু লেখকের পাকশালায় সেইগুলো হচ্ছে 'রিয়ালিটির কারি-পাউডার'। ওর মধ্যে একটা হচ্ছে দারিদ্র্যের আস্ফালন, আর একটা লালসার অসংযম।"

(খ) "সেই চরমের নমুনা য়ুরোপীয় সাহিত্যের ডাডায়িজম্" — রবীন্দ্রনাথের অভিমতের যাথার্থ্য বিচার।

২৫. ক. সাহিত্যবিচারে শৈলীবিজ্ঞানের প্রয়োগ।

খ. সাহিত্যে লোক-উপাদানের প্রয়োগ ও শৈলীবিজ্ঞান।

৪. মূল গ্রন্থ : ৯৯—১৭৯

সাহিত্যের পথে : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরবাস্তব, কবির কৈফিয়ত, সাহিত্য, তথ্য ও সত্য, সৃষ্টি, সাহিত্যধর্ম, সাহিত্যে নবত্ব, সাহিত্যবিচার, আধুনিক কাব্য, সাহিত্যতত্ত্ব, সাহিত্যে তাৎপর্য।

পরিশিষ্ট : ১৮০—১৯২

(ক) গ্রন্থ পরিচয় : সাহিত্যের পথে